بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.) এর জীবন চরিত এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ঈমান উদ্দীপক স্মৃতিচারণ
মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ দোয়ার আবেদন

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২০ অক্টোবর, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

আজও বদর যুদ্ধ পরবর্তী মহানবী (সা.)-এর জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার উল্লেখ করব। ইসলামি ইতিহাসে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জামাতা আবুল আস কর্তৃক ইসলাম গ্রহণের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) জমাদিউল আউয়াল ছয় হিজরি সনে যায়েদ বিন হারিস (রা.)-এর নেতৃত্বে ৭০ জন সাহাবীর একটি দলকে আমিস নামক স্থানে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন। মদীনা থেকে আমিসের দূরত্ব ছিল চার দিনের পথ। দিনের নিরিখে দূরত্বের উল্লেখের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকরা বলেন, এক দিনের দূরত্ব বারো মাইল। এভাবে আটচল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল এই স্থানটি। এই যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন খবর পান যে, সিরিয়া থেকে মক্কার কুরাইশদের একটি কাফেলা আসছে এবং এই কাফেলার পণ্যদ্রব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের উপর আক্রমণ ও যুদ্ধ করা। যাইহোক, তাঁরা এই উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেন ও পণ্যদ্রব্যগুলি আটক করেন এবং কয়েকজন বন্দীকে আটক করা হয় তন্মধ্যে আবুল আস অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত মির্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব (রা.) 'সীরাত খাতামান নবীঈন (সা.)' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে, আমিস যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জামাতা আবুল আসও ছিলেন যিনি ছিলেন মরহুমা হযরত খাদিজা (রা.)-এর নিকটাত্মীয় এবং তখনও তিনি শিরকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আবুল-আস কোনোভাবে হযরত যয়নবকে তাঁর কারাবাসের সংবাদ প্রেরণ করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ যখন ফযরের নামায পড়ছিলেন, তখন হযরত যয়নব (রা.) উচ্চৈস্বরে বললেন, 'হে মুসলমানরা! আমি আবু আল-আসকে আশ্রয় দিয়েছি। নবী (সা.) নামায শেষ করে সাহাবীদের বললেন, যয়নব (রা.) যা বলেছে আপনারা নিশ্চয় তা

শুনেছেন। আল্লাহ্‌র কসম, আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। বিশ্বাসীদের জামা'ত হতে কেউ যখন কোন কাফের বা অস্বীকারীকে আশ্রয় দেয়, তখন তাকে সম্মান প্রদান করা আবশ্যক। অতঃপর তিনি যয়নাবকে বলেন, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমরাও তাকে আশ্রয় প্রদান করছি। তিনি (সা.) আবুল আসের সম্পত্তি ফেরত দিয়ে যয়নবকে আবুল আসের আতিথেয়তা করতে বলেন কিন্তু তাঁকে একান্তে দেখা করতে নিষেধ করেন। কিছুদিন পর আবুল-আস মক্কায় ফিরে যান এবং তার ব্যবসায়িক লেনদেন থেকে অব্যহতি নিয়ে রসূল (সা.) এর নিকট ফিরে আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী (সা.) নতুনভাবে বিবাহ না দিয়ে হযরত যয়নাবকে তার কাছে ফিরিয়ে দেন।

এর ফলে এই ফতোয়াও জানতে পারা গেল যে, যদি কোনো নারী তার স্বামীর অবিশ্বাসের কারণে পৃথক হয়, আর স্বামী ঈমান আনয়ন করলে পুনরায় বিবাহের প্রয়োজন হয় না।

হযরত যয়নব (রা.) তাঁর স্বামীর ইসলাম গ্রহণের পর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। ৮ হিজরিতে তিনি মারা যান। হযরত উম্মে আয়মান (রা.), হযরত সওদা (রা.), হযরত উম্মে সালমা (রা.) এবং হযরত উম্মে আতিয়া (রা.) রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত যয়নব (রা.) কে গোসল দিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) জানাজা নামাজ পড়ান এবং তিনি (সা.) কবরে নেমে তাঁকে দাফন করেন। এর পর হযরত আবুল আস (রা.)ও বেশিদিন জীবিত থাকেননি। ১২ হিজরীতে মারা যান।

সুওয়াইকের যুদ্ধ জিলহজ্জের দ্বিতীয় হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল। কেননা, মুশরিকরা পরাজিত ও ব্যাথিত হয়ে মক্কায় ফিরে গেলে আবু সুফিয়ান নিজের গায়ে তেল লাগানোকে হারাম করে নিয়েছিল এবং মানত করেছিল যে, মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি বদরের প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত সে গোসল করবে না।

একটি বর্ণনানুযায়ী আবু সুফিয়ান দুইশত অশ্বারোহি সহকারে অপর এক বর্ণনানুযায়ী আবু সুফিয়ান চল্লিশজন অশ্বারোহি সহকারে তার মানত পূরণ করার জন্য বের হয় এবং মদীনার সন্নিকটে পৌঁছে বনু নাযির গোত্রের হাই ইবনে আখতাবের কাছে সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়। তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। আবু সুফিয়ান সালাম বিন মিশকামের কাছে গেলে, সে মুসলমানদের গোপন তথ্য তাকে অবগত করে এবং আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর দৈনন্দিন রুটিন বর্ণনা করে। আবু সুফিয়ান কুরাইশদের কিছু লোককে মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে একটি মরুদ্যানের বিস্তৃত উপত্যকায় প্রেরণ করে, সেখানে তারা খেজুরের বাগানে অগ্নি সংযোগ করে এবং একজন মুসলমান আনসারীকে হত্যা করে। আবু সুফিয়ান এই সাফল্যকে তার মানতের পূর্ণতা হিসেবে গ্রহণ করে এবং সৈন্য সহকারে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। যখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) একথা জানতে পারেন তখন তিনি দুই শত সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে তাদের অনুসরণ করেন এবং কারকারাতুল কদরে পৌঁছান। আবু সুফিয়ান ও তার বাহিনী পালিয়ে যাচ্ছিল এবং ছাতুর বস্তা ছুঁড়ে ফেলছিল আর মুসলমানরা সেগুলো তুলে নিচ্ছিল। তাই এই যুদ্ধের নাম গাজওয়াহ সুওয়াইক। অর্থাৎ ছাতুর যুদ্ধ। আবু সুফিয়ান ও তার বাহিনী পালিয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) মদীনায় ফিরে আসেন এবং সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এটিও একটি যুদ্ধ।

হযরত মির্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব (রা.) 'সীরাত খাতামান নবীঈন (সা.)' পুস্তকে প্রথম ঈদুল আযহা সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন ঃ

এই বছর, জিলহজ্জ মাসে, ইসলামের দ্বিতীয় ঈদ, অর্থাৎ ঈদ-উল-আযহার সূচনা হয়, যা সমগ্র ইসলামি বিশ্বে জিলহজ্জ মাসের দশম তারিখে পালিত হয়। এই ঈদে, প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য

পশু কুরবানি করা ও তার মাংস আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী এবং অন্যান্য লোকদের মধ্যে বিতরণ করা এবং নিজে খাওয়া ওয়াজিব। তাই ঈদুল আযহার দিন এবং অতঃপর দুই দিন ইসলামি বিশ্বে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু কুরবানি করা হয় এবং এর মাধ্যমে হযরত ইব্রাহিম (আ.), হযরত ইসমাইল (আ.) ও হযরত হাজরা (আ.) এর মহান কুরবানির স্মৃতিকে জীবন্ত রাখা হয় এবং এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ছিল মহানবী (সা.) এর জীবন। প্রত্যেক মুসলমানকে সতর্ক করা হয় যে, সেও যেন তার প্রভু ও প্রতিপালকের পথে তার জীবন ও সম্পদ এবং তার মালিকানাধীন সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে। ঈদুল ফিতরের ন্যায় এই ঈদও মহান ইসলামী ইবাদত যা হজ্জের সমাপ্তিতে পালন করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় হিজরিতে হযরত ফাতেমা (রা.) এর বিবাহ হয়েছিল। হযরত আনাস বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত উমর (রা.) উভয়েই হজরত ফাতেমা (রা.) কে বিবাহ করার আবেদন করলে মহানবী (সা.) নীরব থাকেন এবং কোনো উত্তর দেননি? হযরত আলী বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করি, আপনি কি আমার সাথে হযরত ফাতেমাকে বিবাহ দেবেন? তিনি (সা.) বলেন, "তোমার কাছে মেহের দেওয়ার কিছু আছে?" আমি বললাম, "আমার একটা ঘোড়া আর বর্ম আছে।" তিনি বললেন, ঘোড়াটা দরকার, কিন্তু বর্ম বিক্রি করে দাও। সেহেতু আমি আমার বর্ম ৪৮০ দিরহামে বিক্রি করে মেহেরের টাকা ব্যবস্থা করলাম। তিনি এই টাকার এক মুঠো বেলালকে দিয়ে বলেন, কিছু সুগন্ধি কিনে আনুন এবং কিছু লোককে হযরত ফাতেমার যৌতুক প্রস্তুত করতে বলেন। ফলে হযরত ফাতেমার জন্য একটি খাট, খেজুরের ছাল ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ প্রস্তুত করা হয়।

একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-এর সাথে এই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সময় বলেছিলেন, আমার প্রভু আমাকে এই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন। রুখসাতানার পর আঁহযরত (সা.) একটি পাত্রে পানি নিয়ে ওযু করেন। অতঃপর উক্ত পানি হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা (রা.) এর উপর ছিঁটা দিয়ে বলেন, **"আল্লাহুম্মা বারিক ফিহিমা ওয়া বারিক আলাইহিমা ওয়া বারিক লাহুমা নাসলাহুমা"** অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্‌! তুমি উভয়ের পারস্পরিক মিলনের মধ্যে কল্যাণ দান কর এবং অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে কল্যাণ নিহিত কর এবং তাদের বংশধরদেরকেও কল্যাণ দান কর।

বিবাহিত দম্পতিদের উদ্দেশ্যে পিতামাতাদেরও এই দোয়া করা উচিত। বর্তমানে পার্থিব কামনা বাসনার কারণে বিবাহের পর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বহু সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং প্রতি নিয়তঃ এই সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং এভাবে দোয়া করা হয় এবং পিতামাতাও এইভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে সম্পর্ক বজায় থাকবে।

বিবাহের পর এক নিষ্ঠাবান সাহাবী হযরত হারিসা বিন নুমান আনসারী তাঁর একটি বাড়ি খালি করে হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.) কে বসবাসের জন্য পেশ করেন। হযরত ফাতেমা (রা.) যাঁতা চালানোর সময় তাঁর হাতের কষ্টের কথা উল্লেখ করে মহানবী (সা.) কে একটি সেবকের ব্যবস্থা করার কথা বললে মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতিমা (রা.) কে বলেন, যখন তোমরা তোমাদের বিছানায় শুয়ে থাকবে তখন চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার, তেত্রিশ বার সুব্‌হানাল্লাহ্‌ এবং তেত্রিশ বার আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌ পড়বে। এটা তোমাদের উভয়ের জন্য একজন সেবক অপেক্ষা উত্তম। একজন সেবক প্রদান করা নবী (সা.) এর পক্ষে কঠিন ছিল না, তবে এটা সম্ভব ছিল যে লোকেরা এর অন্য অর্থ করতে পারে এবং বাদশাহ্‌ এই সম্পত্তিগুলিকে তার জন্য বৈধ জ্ঞান করতে পারে। সেহেতু সতর্কতাবশতঃ তিনি (সা.) বন্টনের উদ্দেশ্যে আসা দাস ও দাসীদের মধ্য হতে কিছুই হযরত ফাতেমা (রা.) কে প্রদান করেননি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, বাকি ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে। এখন আমি পুনরায় বিশ্বের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দোয়ার আবেদন করতে চাই। এখন, পশ্চিমা বিশ্ব তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু লেখক পত্রপত্রিকায় লিখেছে যে, প্রতিশোধের কোন সীমা পরিসীমা হওয়া উচিত এবং হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলিকে তাদের ভূমিকা পালন করা উচিত এবং সন্ধি ও যুদ্ধবিরতির জন্য চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, তারা যুদ্ধ থামানোর পরিবর্তে উস্কানি দিচ্ছে। একইভাবে, গতকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হতে খবর এসেছে যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এজন্য পদত্যাগ করেছেন যে, এখন এটি চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। ফিলিস্তিনি নিরপরাধদের উপর অনেক নিপীড়ন হচ্ছে এবং পরাশক্তিধর দেশগুলোকে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তাদের মাঝেও সভ্য ও ভদ্র ব্যক্তিবর্গ রয়েছে। একইভাবে কিছু কিছু মিডিয়াতে সম্প্রচার করা হচ্ছে যে, কিছু ইহুদিও ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কথা বলছে, তাদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলছে। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীও বলেছেন, এই দেশগুলো এভাবে চলতে থাকলে এই যুদ্ধ সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু আমি মনে করি, এটি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। তাই তাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। যেমন পূর্বেই বলেছি, মুসলিম দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমস্বরে আওয়াজ উত্থাপন করতে হবে। বলা হয়ে থাকে যে বিশ্বের তিপান্ন বা চুয়ান্নটি মুসলিম দেশ রয়েছে। অতএব তারা যদি সমস্বরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়াজ উত্থাপন করে, তাহলে তার একটা আলাদা ক্ষমতা ও প্রভাব পরিলক্ষিত হবে, অন্যথায় বিচ্ছিন্নভাবে একাকী আওয়াজ উত্থাপনের কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। আর এটিই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ পরিসমাপ্তির একমাত্র উপায়। সুতরাং বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে মুসলিম দেশগুলোকে ভূমিকা পালনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তাদের তৌফিক দান করুন। তবে আমাদের দোয়ার প্রতি বিশেষ জোর দিতে হবে। আল্লাহ্ যেন এই যুদ্ধের অবসান করেন এবং নিরপরাধ নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের রক্ষা করেন যাতে তাদের উপর পুনরায় অত্যাচার না হয় এবং বিশ্বের যে প্রান্তেই নিপীড়ন হচ্ছে সেখানে যেন সেই অত্যাচারের অবসান হয়। আল্লাহ্ আমাদের দোয়া করার তৌফিক দান করুন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
20 October 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*.........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in